এক নজরে

হজ্জ ▪ উমরাহ ▪ যিয়ারত

A brief Guide to

Hajj ▪ Umrah ▪ Ziarah

বাংলা-ইংরেজি

Bangla-English

এক নজরে

হজ্জ | উমরাহ | যিয়ারত

সংকলন ও সম্পাদনা

খায়রুল হুদা খান

ইমাম, শাহজালাল মসজিদ এবং ইসলামিক সেন্টার
ম্যানচেস্টার, ইউকে

প্রকাশনায়

সয়লাব প্রকাশন

মোবাইল:০১৭২৪৫০০২৮২
ইউকে ঃ ০৭৫৩৫৬৬৫৬১৫

প্রকাশকাল
দ্বিতীয় সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

Sponsored By
Sylhet Travels Services
249 Wilmslow Road, Manchester
0161 256 4040 www.flyfromuk.com

হাদিয়া: ২০.০০ [বিশ টাকা মাত্র] UK **£1.50**

Contents/সূচিপত্র

ভুমিকা - ৪

হজ্জ কত প্রকার ও কি কি - ৭

উমরাহ'র বিবরণ - ৯

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কার্যাবলী - ১২

তাওয়াফের বিবরণ - ১৫

সাঈর বিবরণ - ২২

সফর অবস্থায় নামায - ২৮

পাঁচ দিনব্যাপী হজ্জের মূল কর্মসূচি - ২৯

আরাফার ময়দানের বিশেষ আমল - ৩২

রাসূলে পাক (সা.)-এর যিয়ারত - ৪৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

হজ্জ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি। সামর্থবান প্রত্যেক মুসলমানের উপর জীবনে একবার হজ্জ আদায় করা ফরয। হজ্জে মাবরূর তথা মাকবূল হজ্জ আদায়ের মাধ্যমে একজন মানুষ সদ্যপ্রসূত শিশুর ন্যায় নিস্পাপ হয়ে ফিরে আসে বলে হাদীসে নববীতে উল্লেখ আছে। কেবল তাই নয়, হজ্জে মাবরূর আদায়কারী ব্যক্তি যিলহজ্জ মাস থেকে রবিউল আউয়াল মাস পর্যন্ত যত মানুষের জন্য মাফ চাইবে তাদেরও গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

মনে রাখা উচিত হজ্জে মাবরূরের জন্য কিছু বিষয় কঠোরভাবে পালন করতে হয়। প্রথমত: উপার্জন হালাল হতে হবে। কেননা, হারাম উপার্জন দ্বারা হজ্জ করা জায়িয নয়।

দ্বিতীয়ত: অশ্লীল কথা-বার্তা, ঝগড়া-ফ্যাসাদ, মারামারি, রিয়া ইত্যাদি থেকে শরীর ও মনকে বিরত রেখে ধৈর্য্য ধারণের মাধ্যমে শরীআতের বিধি-নিষেধগুলো যথাযথভাবে পালন করতে হবে। পাশাপাশি সর্বদা আল্লাহর কাছে পূর্ববর্তী জীবনের কৃত গোনাহ-খাতার জন্য খাঁটি তাওবাহ করত: রহমত কামনা করতে হবে।

ইহরাম বেধে ইহরামের নিয়মাবলী পালন করে যতই আল্লাহর ঘরের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে, ততই অন্তরে আল্লাহর ইশক ও মুহব্বত বাড়তে থাকবে এবং সাথে সাথে চরিত্র ভাল করে মন পরিষ্কার করতে থাকবে। কারণ অপবিত্র মন ও চরিত্রহীনকে আল্লাহ পাক ভালবাসেন না। এই বিষয়গুলো খেয়াল করার মাধ্যমে হজ্জে মাবরূর এবং মাকবূল উমরাহ নসীব হওয়ার আশা করা যায়।

হজ্জ ও উমরাহর মাসআলা-মাসাঈল অনেক ব্যাপক। এগুলো যথাসাধ্য জেনে নেয়া জরুরী। কেননা হজ্জ কিংবা উমরাহ'র মাসাঈল জেনে না গেলে অজ্ঞতাহেতু এমন কাজও সংঘটিত হয়ে যেতে পারে যার কারণে হজ্জ বা উমরাহ নষ্ট হয়ে যাবে। যেহেতু হজ্জের সম্পূর্ণ বিবরণ বিস্তারিতভাবে স্মরণ রাখা কষ্টকর সেহেতু আমাদের এ সংক্ষিপ্ত লেখায় হজ্জের মূল বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট দু'আসহ তুলে ধরার চেষ্টা করব।

হাদীসের কিতাব ও বুযুর্গানে কিরামের রচনাবলীতে হজ্জের বিভিন্ন বিষয়ে অনেক দু'আ বর্ণিত আছে। এর মধ্য থেকে সহজে শেখার মতো কিছু মাসনূন দু'আও উল্লেখ করা হলো। সাথে বাংলা উচ্চারণও দেয়া হলো। তবে বাংলা লেখায় আরবী উচ্চারণ পুরোপুরি

সঠিক হয় না, তাই আরবী জানা না থাকলে কোনো বিজ্ঞ আলেমের নিকট গিয়ে দু'আর সঠিক উচ্চারণ শিখে নেয়া উত্তম। তাছাড়া দু'আগুলোর অর্থও জেনে নিলে দু'আর সময় একাগ্রতা ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পাবে। তবে যে কোনো ভাষায় আল্লাহর কাছে যে কোনো দু'আও করতে পারবেন।

আল্লাহই তাওফীকদাতা ও সাহায্যকারী। সকল নির্ভরতা তাঁরই উপর।

হজ্জ

হজ্জ কত প্রকার ও কি কি

হজ্জ তিন প্রকার ।

১. হজ্জে ইফরাদ ২. হজ্জে তামাত্তু

৩. হজ্জে ক্বিরান ।

হজ্জে ইফরাদ

হজ্জের সময়ে শুধুমাত্র হজ্জের নিয়তে ইহরাম বেঁধে হজ্জের সকল কাজ সমাপন করাকে হজ্জে ইফরাদ বলে ।

হজ্জে তামাত্তু

হজ্জের মৌসুমে প্রথমে উমরার জন্য ইহরাম বেঁধে উমরা আদায় করে ইহরাম খুলে হালাল হয়ে যাওয়া, তারপর হজ্জের সময় এলে হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধে হজ্জ আদায় করার নাম হজ্জে তামাত্তু ।

হজ্জে ক্বিরান

একই সাথে উমরা ও হজ্জ উভয়টির নিয়তে ইহরাম বেঁধে উমরা আদায় করত: ইহরাম না খুলে হজ্জের জন্য অপেক্ষা করা এবং হজ্জের সময় এলে হজ্জের

কাজ সমাধা করার নাম হজ্জে ক্বিরান। হানাফী মাজহাব মতে এই হজ্ব সর্বোত্তম, যেহেতু এই হজ্ব আদায় করা অধিক কষ্টকর।

হজ্জের ফরজ

হজ্জের মধ্যে তিনটি ফরয। যথাঃ

১. ইহরাম বাঁধাঃ হজ্জের নিয়ত করতঃ তালবিয়া পাঠ করা।

২. আরাফার ময়দানে অবস্থানঃ ৯ যিলহজ্জ তারিখে সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে ১০ যিলহজ্জ সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত আরাফার ময়দানে অবস্থান করা; যদিও সামান্য সময়ের জন্য হয়।

৩. তাওয়াফে যিয়ারতঃ ১০ যিলহজ্জের সকাল থেকে ১২ যিলহজ্জ পর্যন্ত যে কোন সময় এ তাওয়াফ আদায় করতে হয়।

এ ফরয তিনটির কোনো একটিও বাদ পড়লে হজ্জ সহীহ হবে না এবং দম বা কুরবানী দ্বারাও এর ক্ষতি পূরণ আদায় হবে না।

হজ্জের ধারাবাহিক কাজসমূহ

যেহেতু বহির্দেশ থেকে অধিকাংশ হাজী সাহেব সাধারণত হজ্জে তামাত্তু আদায় করে থাকেন সেহেতু এখানে হজ্জে তামাত্তুর ধারাবাহিক বর্ণনা উল্লেখ করা হলো। তামাত্তু হজ্জ আদায়কারীগণ যেহেতু প্রথমে উমরাহ আদায় করবেন, সেহেতু প্রথমে এখানে উমরাহ'র বিবরণ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হলো।

উমরাহ'র বিবরণ

হজ্জ/উমরাহ'র উদ্দেশ্যে যাত্রার আগে প্রয়োজনমত নখ, অবাঞ্ছিত চুল ইত্যাদি পরিষ্কার করে গোসল করবেন। তারপর ইহরামের কাপড় পরিধান করে আতর-সুগন্ধি ব্যবহার করবেন। ঘর থেকে বের হওয়ার আগে মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে ২ রাকাত সফরের নামায আদায় করবেন। এই নামাযের প্রথম রাকাআতে সূরা কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা ইখলাস পড়া উত্তম।

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পড়বেন-

بسم الله تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ .

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু ‘আলাল্লাহি লা হাওলা ওয়ালা ক্বুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ।

গাড়ীতে বা প্লেনে উঠার সময় পড়বেন-

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

উচ্চারণ: সুবহানাল্লাযি সাখ্খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহূ মুক্বরিনীন, ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনক্বালিবুন ।

ইহরাম বাঁধা

নিজের ঘর থেকে অথবা এয়ারপোর্ট থেকে, কিংবা প্লেনেও উমরাহ’র নিয়তে ইহরাম বাঁধতে পারেন । তবে নির্ধারিত মীকাত অতিক্রম করার আগে অবশ্যই ইহরাম বাঁধতে হবে ।

যখন উমরাহ’র নিয়ত করার ইচ্ছা করবেন, গোসল কিংবা উযু করবে (আগে না করে থাকলে) । পুরুষের জন্য ইহরামের দুইটি সাদা কাপড় পরিধান করে ইহরামের নিয়তে দুই রাকাআত সুন্নাত নামায আদায় করবেন । এই নামাযে প্রথম রাকাআতে সূরা কাফিরুন

এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা ইখলাস পাঠ করবেন। নামায শেষ করে দু'আ করবেন এবং উমরাহর নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ আরম্ভ করবেন। মহিলাদের জন্য আলাদা কোন পোষাকের প্রয়োজন নেই। তাদের নিত্য ব্যবহার্য ইসলামী পোষাক পরেই নামায পড়ে নিয়ত করে ফেলবেন। এখন থেকে নিয়ে ইহরামের অবস্থায় যে সকল কাজ নিষিদ্ধ তা থেকে বিরত থাকবেন।

উমরাহ'র নিয়ত :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِيْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ ،

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদুল উমরাতা ফাইয়াছছিরহা লী ওয়া তাক্বাব্বালহা মিন্নী।

'হে আল্লাহ! আমি উমরাহ আদায়ের জন্য নিয়ত করছি, তুমি আমার জন্য তা সহজ করে দাও এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবূল করো।'

তালবিয়া :

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ . لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ . لاَ شَرِيْكَ لَكَ ،

উচ্চারণ: লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক, লা শারীকা লাক ।

ইহরাম বাঁধার পর থেকে নিয়ে কা'বা শরীফ নজরে আসা পর্যন্ত বেশি বেশি করে তালবিয়া পাঠ করবেন এবং মাঝে মাঝে দুরূদ শরীফ পড়বেন। পুরুষগণ উচ্চস্বরে এবং মহিলাগণ অনুচ্চস্বরে পাঠ করবেন ।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কার্যাবলী

১. পুরুষের জন্য সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা ।
২. মাথা বা মুখ ঢাকা। মহিলাগণ মাথা ঢেকে রাখবেন কিন্তু চেহারা আবৃত করতে পারবেন না ।
৩. সুগন্ধি ব্যবহার করা ।
৪. শরীর হতে পশম পরিষ্কার করা (কাটা, ছাটা বা মুন্ডানো যেভাবেই হোক) ।
৫. নখ কাটা ।
৬. স্থলজ প্রাণী শিকার করা ।
৭. স্ত্রী সহবাস ও সহবাসের আনুসাঙ্গিক কোন কাজ যেমন চুম্বন, আলিঙ্গন কিংবা সেরূপ কোন কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ ।
৮. ঝগড়া বিবাদ করা

৯. মাথা বা কাপড়ের উকুন মারা কিংবা হেরেমের সীমার ভিতরে কোন প্রকার তাজা ঘাস কাটা নিষেধ।
১০. তৈল বা এ জাতীয় কোন প্রসাধনী ব্যবহার করা।

হজ্জ কিংবা উমরাহ'র সফরে এই দু'আ বেশি বেশি করে পড়বেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالجَنَّةَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ.

আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা রিদ্বাকা ওয়াল জান্নাহ। ওয়া আ'উযুবিকা মিন সাখাতিকা ওয়ান না-র।

অনুবাদঃ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টি ও জান্নাত কামনা করি এবং অসন্তুষ্টি ও জাহান্নাম থেকে পানাহ চাই'।

পবিত্র শহর মক্কা শরীফে পৌঁছেই সর্বপ্রথম নিজেদের থাকার জায়গা ঠিক করে ইস্তেঞ্জা, উযু ও গোসল সেরে নিয়ে প্রয়োজনবোধে কিছুটা খাওয়া-দাওয়া ও আরাম করে নিবেন। তারপর বাইতুল্লাহর যিয়ারত ও তাওয়াফের প্রস্তুতি নেবেন।

মসজিদে হারামে (কিংবা যেকোন মসজিদে) প্রবেশ করার সময় এ দু'আ পড়বেন-

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِي أَبْوابَ رَحْمَتِكَ،

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ। আল্লাহুম্মাগফিরলি যুনূবী ওয়াফ্‌তাহলি আবওয়াবা রাহমাতিকা।

অতঃপর কা'বা শরীফ নযরে পড়তেই এ দু'আ পড়বেন-

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ ،

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম, ওয়ামিনকাস সালাম, ফাহাইয়িনা রাব্বানা বিস সালাম।

তারপর দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনায় যা ইচ্ছা দু'আ করবেন। কা'বা শরীফের দিকে প্রথম দৃষ্টির সময় দু'আ কবূল হয়। ইমাম আবূ হানীফা

(রহ.) এরুপ দু'আ করতেন, 'হে আল্লাহ, আমি এই সফরে এবং পরবর্তীতে তোমার কাছে যত দু'আ করব, সকল দু'আ তুমি কবূল করো।'

দু'আ শেষ করে বাইতুল্লাহ শরীফের দিকে অগ্রসর হবেন। মাতাফে (তাওয়াফের স্থানে) নেমে আল্লাহর ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে তাওয়াফের নিয়ত করবেন।

তাওয়াফের নিয়তঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ لِلّٰهِ تَعَالٰي فَيَسِّرْهُ لِيْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي ،

আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদু তাওয়াফা বাইতিকাল হারাম, সাব'আতা আশওয়াতিন, ফাইয়াছছিরহু লী ওয়া তাক্বাব্বালহু মিন্নী।

তারপর পুরুষের জন্য গায়ের চাদরের মধ্যস্থল ডান বগলের নীচ দিয়ে তার মাথা ডান কাঁধের উপর ফেলে রাখবেন। এটাকে ইদ্বতিবা বলা হয়। তাওয়াফের সাত চক্কর শেষ হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থায় রাখবেন।

কা'বা শরীফের যে কোণায় হজরে আসওয়াদ অবস্থিত সেদিকে অগ্রসর হয়ে গ্রীন লাইট বরাবর এসে হাজারে আসওয়াদের দিকে ফিরে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে পাঠ করবেন-

بِسْمِ اللهِ اَللهُ أَكْبَرُ، وللهِ الْحَمْدُ،

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ ।

তারপর (যদি হাজারে আসওয়াদে চুমু দেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে) দুই হাতে চুমু দিয়ে এই দু'আ পাঠ করবেন-

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ إِيْمَاناً بِكَ، وَتَصْدِيْقاً بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاِتِّبَاعاً لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

উচ্চারণ: আস সালাতু আসসালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ । আল্লাহুম্মা ঈমানান বিকা, ওয়া তাসদীক্বান বিকিতাবিকা, ওয়া ওফা'আন বি'আহদিকা, ওয়া ইত্তিবা'আন লিসুন্নাতি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ।

তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে পুরুষের জন্য রমল করা সুন্নত। অর্থাৎ কাঁধ হেলিয়ে দুলিয়ে বীরের ন্যায় ঘন ঘন পা ফেলে একটু দ্রুত গতিতে চলা।

মহিলাদের জন্য রমল বা ইদ্বতিবা নেই।

তাওয়াফ আরম্ভ করে এই দু'আ পড়বেন-

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَالْحَرَمَ حَرَمُكَ وَالْأَمْنَ أَمْنُكَ وَهٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ فَأَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ ،

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্না হাযাল বাইতা বাইতুকা, ওয়াল হারামা হারামুকা, ওয়াল আমনা আমনুকা, ওয়া হাযা মাক্বামুল আ'ইযি বিকা মিনান্-নার, ফাআজিরনী মিনান্-নার।

রুকনে ইরাকীর নিকটে (মাক্বামে ইবরাহীমের পাশের কোণ) পৌঁছে পাঠ করবেন-

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ وَالشِّقَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِيْ الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ ،

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাশ শাক্কি ওয়াশ শিরকি, ওয়ান নিফাক্বি ওয়াশ শিক্বাকী, ওয়া সূ-ইল আখলাক্বি ওয়া সূ-ইল মুনক্বালাবি ফিল আহলি ওয়াল মা-লি ওয়াল ওয়ালাদ ।

হাতীমের পাশে মীযাবে রাহমাতের বরাবর পাঠ করবেন-

اللَّهُمَّ أَظِلَّنا تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّكَ، وَلاَ بَاقِيَ إِلاَّ وَجْهُكَ، وَاسْقِنا مِنْ حَوْضِ نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً هَنِيئَةً مَرِيئَةً لاَ نَظْمَأُ بَعْدَها أَبَداً، بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

আল্লাহুম্মা আযিল্লানা তাহতা যিল্লি 'আরশিকা ইয়াউমা লা যিল্লা ইল্লা যিল্লুক। ওয়াসক্বীনা মিন হাউদ্বি

নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শারবাতান হানী'আতান মারী'আতান লা নাযমা'উ বা'দাহা আবাদা। বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রা-হিমীন।

রুকনে শামীর নিকট পৌঁছে পাঠ করবেন-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا، وَسَعْيًا مَشْكُوْرًا، وَتِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ، يَا عَالِمَ مَا فِيْ الصُّدُوْرِ اَخْرِجْنِيْ يَا اَللّٰهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ،

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাজ'আলহু হাজ্জাম মাবরূরা, ওয়া যানবান মাগফূরা, ওয়া ছা'ইয়াম মাশকূরা, ওয়া তিজারাতান লান তাবূরা, ইয়া 'আ-লিমা মা ফিছ-ছুদূর, আখরিজনী ইয়া আল্লাহ মিনায যুলুমাতি ইলান নূর।

রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা সম্ভব হলে তা স্পর্শ করবেন। রাসূলে পাক (সা.) তা স্পর্শ করতেন। রুকনে ইয়ামানীর পাশে দু'আ কবূল হয়। এখানে সত্তর হাজার ফেরেশতা থাকেন যারা প্রত্যেক মুমীনের দু'আর সাথে আমীন বলেন।

রুকনে ইয়ামানীতে পড়বেন-

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنيَا وَالآخِرَةِ ،

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল 'আফওয়া ওয়াল 'আফিয়াতা ফিদ-দীনি ওয়াদ-দুন্ইয়া ওয়াল আখিরাহ ।

রুকনে ইয়ামানী থেকে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত যেতে যেতে পড়বেন-

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ،

উচ্চারণ: রাব্বানা আ-তিনা ফিদ-দুনইয়া হাসানাতান, ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতান, ওয়াক্বিনা 'আযাবান নার । ওয়া আদখিলনাল জান্নাতা মা'আল আবরার, ইয়া আযীযু ইয়া গাফফার, ইয়া রাব্বাল 'আলামীন ।

হাজারে আসওয়াদে এসে এক চক্কর শেষ হবে। তারপর পূর্বের মত দুই হাত কান পর্যন্ত উত্তোলন করে চুমু দিয়ে পূর্বোল্লেখিত দু'আগুলো পূণরাবৃত্তি করবেন। তাওয়াফের সময় অন্যান্য দু'আও পাঠ করতে পারবেন।

সাত চক্করে এক তাওয়াফ হয়। কিন্তু চক্করের মধ্যে কোনো একটি চক্কর সামান্য অপূর্ণ থাকলে তাওয়াফ হবে না।

সাত চক্কর শেষ হলে মাক্বামে ইবরাহীমকে সামনে রেখে কা'বা শরীফের দিকে ফিরে দুই রাকাআত (ওয়াজিবুত তাওয়াফ) নামায পড়বেন। এ নামায ওয়াজিব। এ নামাযেও প্রথম রাকা'আতে সূরা কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা ইখলাস পড়া মুস্তাহাব। মাক্বামে ইবরাহীমকে সামনে রেখে নামায পড়া সম্ভব না হলে মসজিদে হারামের ভিতরে যে কোন জায়গায় এই নামায আদায় করতে পারবেন। নামায শেষ হলে আল্লাহর দরবারে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দু'আ করবেন।

তারপর সাফার দিকে অগ্রসর হয়ে যমযমের পানি পান করবেন। হাদীস শরীফে এসেছে যমযমের পানি যে নিয়তেই পান করা হয়, আল্লাহ পাক তা পূরণ করেন।

যমযমের পানি ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তিন গ্রাসে পান করা সুন্নাত।

যমযমের পানি পান করার সময় দু'আ-

بِسْمِ اللهِ والحمد لله وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّعَمَلاً صَالِحًا وَّشِفَآءً مِّنْ كُلِّ دَآءٍ،

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহ, ওয়াল হামদু লিল্লাহ, ওয়াস সালাতু ওয়াস্ সালামু আলা রাসূলিল্লাহ। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা ইলমান নাফি'আ, ওয়া রিযক্বান ওয়াসি'আ, ওয়া 'আমালান সালিহা, ওয়া শিফা-আন মিন কুল্লি দা'।

সাঈ

যমযমের পানি পান করে সাঈ'র জন্য সাফা পাহাড়ের দিকে আরোহন করতে করতে পাঠ করবেন-

اَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ– إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيم

উচ্চারণঃ আবদাউ বিমা বাদা'আল্লাহ। ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'আ'ইরিল্লাহ। ফামান হাজ্জাল বাইতা আওয়ি'তামারা ফালা জুনাহা আন ইয়াত্তাউয়াফা বিহিমা। ওয়ামান তাত্বাউয়া'আ খাইরান ফাইন্নাল্লাহা শাকিরুন 'আলীম।

তারপর সাফা পাহাড়ের পাদদ্বেশে গিয়ে কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে মুনাজাতের ন্যায় উভয় হাত উঠিয়ে পাঠ করবে-

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر و لله الحمد، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّه وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ، بيدهِ الخيرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير، اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّد ،

উচ্চারণঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। ওয়ালিল্লাহিল হামদ। লা ইলাহা ইল্লাহু

ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু। লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, য়ুহয়ী ওয়া য়ুমীতু। ওয়াহুয়া হাইয়ুন লা য়ুমীতু। বিয়াদিহিল খাইর। ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা 'আলি মুহাম্মাদ।

তারপর মারওয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হবেন। এসময় দু'আ, দুরুদ, তাসবীহ ইত্যাদি পড়তে থাকবেন। সাফা-মারওয়ার মাঝখানে সবুজ লাইট চিহ্নিত স্থানে পুরুষগণ মৃদু দৌঁড়ে চলবেন।

সাফা-মারওয়ার মধ্যখানে সবুজ লাইট বিশিষ্ট জায়গায় পড়বেন-

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ وَتَجَاوَزْ عَمّا تَعْلَمْ، إِنَّكَ تَعْلَمُ ما لا نَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ،

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى، وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ، وَالْغِنَى ، اَللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى شُكْرِكَ، وَذِكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

.

উচ্চারণ: রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্ দুনইয়া হাসানাতান ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতান ওয়াক্বিনা 'আযাবান নার। রাব্বিগফির ওয়ারহাম, ওয়া'ফু ওয়া তাকাররাম, ওয়া তাজাওয়ায 'আম্মা তা'লাম, ইন্নাকা আনতাল্লাহুল আ'আয্যুল আকরাম।

আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াত্ তুক্বা, ওয়াল আফাফা ওয়াল গিনা। আল্লাহুম্মা আইন্না আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিক।

যখন মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছবে সেখান থেকে আবার কা'বা শরীফের দিকে ফিরে তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলে দু'আ পড়তে পড়তে সাফার দিকে রওয়ানা করবে। সবুজ বাতির নীচে আসার পর আবার আগের মত দৌঁড়ে চলবে। সাফা থেকে মারওয়ায় গেলে এক চক্কর আবার সাফায় ফিরে এলে দ্বিতীয় চক্কর পূর্ণ হয়। এভাবে সাত চক্কর পূর্ণ করবেন।

তাছাড়া আরও যেসকল দু'আ তাওয়াফের সময়, সাঈর মধ্যখানে এবং অন্যান্য সময় পড়া উচিত তার মধ্যে রয়েছে-

গোনাহ মাফের দু'আঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ،

উচ্চারণ: রাব্বানা যালামনা আনফুছানা, ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকূনান্না মিলান খাছিরীন ।

পিতা-মাতার জন্য দু'আ-

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ،

উচ্চারণ: রাব্বানাগফির লানা ওয়ালি-ওয়ালিদাইনা রাব্বির্‌হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী সাগীরা ।

পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির জন্য দু'আ-

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ،

উচ্চারণ: রাব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াজিনা ওয়া যুররিয়াতিনা কুররাতা আ'য়ূনিন ওয়াজ'আলনা লিল মুত্তাক্বীনা ইমামা ।

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ، رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ،

উচ্চারণ : রাব্বিজ 'আলনী মুক্বীমাস সালাতি ওয়া মিন যুররিয়্যাতি রাব্বানা ওয়া তাক্বাব্বাল দু'আ। রাব্বানাগফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া ওয়ালিল মু'মিনীনা ইয়াউমা ইয়াক্বুমুল হিছাব ।

মাথা মুন্ডানো

সাঈ শেষ হয়ে গেলে পুরুষগণ মাথা মুন্ডন করবেন কিংবা চুল খাটো করবেন । তবে কোন উযর না থাকলে মাথা মুন্ডন করাই সর্বোত্তম । রাসূলে পাক (সা.) নিজে

মাথা মুন্ডন করেছেন এবং তিনি মাথা মুন্ডন কারীর জন্য দুই বার দু'আ করেছেন আর চুল কর্তনকারীদের জন্য একবার দুআ করেছেন। মহিলাগণ চুলের গোছা ধরে আঙ্গুলের এক কর পরিমান কর্তন করবেন। এর মাধ্যমে উমরাহ আদায়কারী হালাল হয়ে যাবেন।

সফর অবস্থায় নামায

নিজের ঘর থেকে ৪৮ মাইলের (৭৭ কিমি) বেশি দূরত্ব সফরের নিয়ত করে বের হলে মুসাফির হিসেবে পরিগণিত হবে। মুসাফির অবস্থায় জুহর, আসর ও ইশার ফরজ নামাযের ক্ষেত্রে চার রাকাআতের বদলে দুই রাকাআত করে আদায় করতে হবে। তবে কোন মুকীম ইমামের পেছনে আদায় করলে পূর্ণ নামায আদায় করতে হবে।

প্রত্যেক ওয়াক্তের সুন্নাত নামাযগুলো সফর অবস্থায় নফল হয়ে যাবে। সুতরাং কেউ যদি সুন্নাত নামাযগুলো আদায় করেন তাহলে সওয়াব লাভ করবেন আর না করলে গুনাহগার হবেন না।

তবে, যেহেতু হজ্জ এবং উমরাহর সফর একটি মুবারক সফর এবং এই সফরের প্রত্যেকটি মুহূর্ত আল্লাহর

নৈকট্য হাসিলের জন্য ব্যয় করা সমীচীন। আর নামায হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম। সুতরাং কোন কষ্টকর অবস্থায় না থাকলে প্রত্যেক ওয়াক্তের সুন্নাত নামায পড়ার পাশাপাশি অন্যান্য সুন্নাত নামায যেমন, ইশরাক, চাশ্‌ত, আউয়াবীন, তাহাজ্জুদ, সালাতুল তাসবীহ ইত্যাদি নামায পড়ার চেষ্টা করবেন।

হজ্জের বিবরণঃ

তামাত্তু হজ্জ আদায়কারীদের জন্য উমরাহ আদায় করার পর থেকে নিয়ে ৮ জিলহজ্জের আগ পর্যন্ত নির্ধারিত কোনো কাজ নেই। এ সময় নফল তাওয়াফ বা সম্ভব হলে মৃত মা-বাবা, উস্তাদ কিংবা আত্মীয়-স্বজনের জন্য উমরাহ আদায় করতে পারবেন। তবে খেয়াল রাখবেন এমন বেশি মেহনত করবেন না যাতে শরীর দুর্বল হয়ে যায় এবং হজ্জের কাজ আদায় করতে ব্যাঘাত ঘটে।

❍ ক্বিরান হজ্জ আদায়কারীগণ তামাত্তু হজ্জ আদায়কারীদের মতো প্রথমে উমরাহ'র কাজ আদায় করবেন। তবে সাফা-মারওয়ায় সাঈ শেষ করে মাথা

মুন্ডন না করে ইহরাম অবস্থায় থাকবেন এবং হজ্জের সময়ের জন্য অপেক্ষা করবেন ।

❍ হজ্জে ইফরাদ আদায়কারীগণ মক্কা শরীফে পৌঁছে তাওয়াফে কুদুম শেষ করে ইহরাম অবস্থায় থাকবেন এবং হজ্জের জন্য অপেক্ষা করবেন । এ সময় নফল তাওয়াফ করতে পারবেন কিন্তু উমরাহ করতে পারবেন না ।

পাঁচ দিনব্যাপী হজ্জের মূল কর্মসূচি

৮ যিলহজ্জ

তামাত্তু আদায়কারীগণ যেহেতু পূর্বে ইহরাম ছেড়ে হালাল হয়ে গিয়েছিলেন তাই ৮ যিলহজ্জ তারিখ ভোরে হজ্জের নিয়ত করে ইহরাম বাঁধবেন এবং তালবিয়া পাঠ আরম্ভ করবেন ।

হজ্জের নিয়ত :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِيْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي ،

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদুল হাজ্জা ফাইয়াছছিরহু লী ওয়া তাক্বাব্বালহু মিন্নী ।

অনুবাদঃ 'হে আল্লাহ! আমি হজ্জের জন্য ইরাদা করছি, তুমি আমার জন্য তা সহজ করে দাও এবং আমার পক্ষ থেকে এই হজ্জ কবূল কর।'

সব ধরণের হজ্জ আদায়কারীগণ ৮ যিলহজ্জ সূর্য উদয়ের পর মক্কা শরীফ থেকে রওয়ানা দিয়ে যুহরের নামাযের পূর্বে মিনায় গিয়ে পৌঁছবেন।

মিনাতে যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা এবং পরদিন ফজর এ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবেন।

তাকবীরে তাশরীক

৯ যিলহজ্জ ফজর হতে ১৩ যিলহজ্জ আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তিনবার পড়বেন-

اَللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ،

উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

৯ যিলহজ্জের কার্যাবলী

৯ যিলহজ্জ হজ্জের মূল দিন। এদিন ভোরে বাদ ফজর আরাফাহ যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিবেন।

তালবিয়া, তাকবীর, দুরুদ শরীফ, ইস্তেগফার ইত্যাদি পড়তে পড়তে আরাফার ময়দানে গিয়ে পৌঁছবেন। দুপুরের পূর্বে সম্ভব হলে গোসল করবেন। এ গোসল সুন্নত। দুপুর থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দু'আ এবং কান্নাকাটিতে রত থাকবেন। চোখের জল দিয়ে বুক ভাসাবেন। কেননা এদিন দয়াময় আল্লাহ পাক তাঁর রহমতের সমুদ্র আরাফার ময়দানে ঢেলে দেন।

আসরের পর রৌদ্রের প্রখরতা একটু কমলে তাঁবুর বাইরে কোনো নীরব উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে দু'আ করবেন। সে সময় কোনো আল্লাহওয়ালা হক্কানী আলেমের সাথে অথবা একা একা দাঁড়িয়ে মিসকীনের মতো আল্লাহর দরবারে জিন্দা-মুর্দা, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন সকলের জন্য দু'আ করা উচিত।

আরাফার ময়দানের বিশেষ আমল

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আরাফার দিন বিকালে কোন মুসলিম ব্যক্তি ক্বিবলামুখী হয়ে নিম্নলিখিত তাসবীহগুলো পাঠ করলে

আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আমার ফেরেশতাগণ! আমার এ বান্দার কী প্রতিদান হতে পারে, যে আমার তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর পাঠ করেছে এবং আমার নবীর প্রতি দুরূদ পাঠ করেছে? হে আমার ফেরেশতাগণ! তোমরা স্বাক্ষী থাক, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তার নিজের ব্যাপারে তার সুপারিশ কবূল করলাম। আর আমার বান্দা যদি আমার নিকট দু'আ করে তবে আরাফায় অবস্থানকারী সকলের ব্যাপারে আমি তার সুপারিশ কবূল করব (ইরশাদুস সারী, ফাতাওয়া ও মাসাঈল)। তাসবীহগুলো হচ্ছে-

১.

لاَ إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

،

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর।

এ তাসবীহ ১০০ বার পড়বেন।

২.

সূরা ইখলাস (কুল হুয়াল্লাহু আহাদ) :

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ، اللّٰهُ الصَّمَدُ ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ،

এটি ১০০ বার পড়বেন ।

৩.

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ ، وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ ، وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ ،

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া ‘আলা আলি মুহাম্মাদিন, কামা সাল্লাইতা ‘আলা ইবরাহীমা ওয়া ‘আলা আলি ইবরাহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক ’আলা মুহাম্মাদিন

ওয়া আলা 'আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা 'আলি ইবরাহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। ওয়া আলাইনা মা'আহুম।

এই দুরুদ শরীফ ১০০ বার পড়বেন।

আরাফার দিনে বেশি করে পড়বেন-

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ،

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর।

তাছাড়া নিম্নোল্লেখিত দু'আও পড়তে পারেন-

اَللّٰهُمَّ يا اَجْوَدَ مَنْ اَعْطى، وَيا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ، وَيا اَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ فِي الْاَوَّلينَ، وَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ فِي الْاٰخِرينَ، وَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ فِي الْمَلإِ الْاَعْلى، وَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ فِي الْمُرْسَلينَ، اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُحَمَّداً وَآلَهِ

الْوَسيلَةَ وَالْفَضيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالرَّفْعَةَ وَالدَّرَجَةَ الْكَبيرَةَ، اَللّٰهُمَّ اِنّی آمَنْتُ بِمُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَمْ اَرَهُ فَلا تَحْرِمْنی فِی الْقِيامَةِ رُؤْيَتَهُ، وَارْزُقْنی صُحْبَتَهُ وَتَوَفَّنی عَلى مِلَّتِهِ، وَاسْقِنی مِنْ حَوْضِهِ مَشْرَباً رَوِيّاً سآئِغاً هَنيئاً لا اَظْمَأُ بَعْدَهُ اَبَداً اِنَّكَ عَلى كُلِّ شَیْء قَديرٌ، اَللّٰهُمَّ اِنّی آمَنْتُ بِمُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَمْ اَرَهُ فَعَرِّفْنی فِی الْجِنانِ وَجْهَهُ، اَللّٰهُمَّ بَلِّغْ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنّی تَحِيَّةً كَثيرَةً وَسَلاماً.

আরাফা থেকে মুযদালিফায় রওয়ানা

এই দিন সূর্যাস্তের পরে মাগরিবের নামায না পড়ে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা দিবেন। আরাফাতে কিংবা পথিমধ্যে কোথাও মাগরিবের নামায পড়বেন না।

মুযদালিফাতে পৌঁছে প্রথমেই উযু-ইস্তেঞ্জার প্রয়োজন থাকলে তা সেরে এক আযান এবং ইকামতে মাগরিব

ও ইশার নামায আদায় করবেন। মাগরিবের ফরয পড়ার পর সুন্নাত না পড়েই ইশার ফরয আরম্ভ করে দিবেন। তারপর মাগরিবের দুই রাকাআত সুন্নাত, ইশার দুই রাকাআত সুন্নাত এবং বিতরের নামায আদায় করবেন।

এই রাতে মুযদালিফা থেকে ৭০টি পাথর সংগ্রহ করবেন যে পাথরগুলো বুটের দানার চাইতে সামান্য বড় হয় এবং বৃদ্ধা ও তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে যেন মারা যায়।

মুযদালিফায় অবস্থানকালে যিক্‌র-আযকার, দু'আ-দুরুদ, তাসবীহ-তাহলীল, তাওবাহ-ইস্তিগফার, তালবিয়াহ-তাকবীর বেশি করে পাঠ করবেন।

১০ যিলহজ্জ

১০ই যিলহজ্জ তারিখে মুযদালিফাতে ফজরের নামায পড়ে কিছু সময় অবস্থান করে সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পূর্বে মিনার দিকে রওয়ানা হয়ে যাবেন।

মিনাতে পৌঁছার পর করণীয় হলো-

১) **জামরায়ে আকাবায় (বড় জামরায়) ৭টি পাথর মারা।** এ পাথর দুপুরের আগেই মারা প্রয়োজন। যদি সম্ভব না হয় তবে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত মারা যাবে। প্রথম পাথর মারার সাথে সাথে তালবিয়াহ পাঠ বন্ধ করে দেবেন।

জামারাতে পাথর নিক্ষেপের সময় পড়বেন-

بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ رَغْمًا لِّلشَّيْطٰنِ وَرِضيً لِّلرَّحْمٰنِ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا ، وَسَعْيًا مَشْكُوْرًا ،

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার। রাগ্‌মাল লিশ-শাইতান, ওয়া রিদাল লির-রাহমান। আল্লাহুম্মাজ'আলহু হাজ্জাম মাবরূরা, ওয়া যানবান মাগফূরা ওয়া ছা'ইয়াম মাশকূরা।

সম্পূর্ণ দু'আ পড়তে না পারলে কেবল بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ (বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার) বলে একটি একটি করে পাথর নিক্ষেপ করবেন।

২) দমে শুকুর (কুরবানী করা) ঃ দমে শুকুর ক্বিরান ও তামাত্তু আদায়কারীদের জন্য ওয়াজিব এবং ইফরাদ হজ্জ আদায়কারীদের জন্য মুস্তাহাব। কুরবানী নিজ হাতে করতে পারেন কিংবা বিশ্বস্ত কাউকে দিয়েও করাতে পারেন।

৩) কুরবানী আদায় হয়ে গেলে মাথা মুন্ডানো এবং গোসল করে ইহরামের কাপড় ছেড়ে সাধারণ পোষাক পরে বিশ্রাম নেওয়া।

৪) এ দিনের সর্বশেষ কাজ হলো তাওয়াফে যিয়ারত করা। এটি হজ্জের ফরয। যদি এ দিন তাওয়াফ করা সম্ভব না হয় তাহলে ১০ যিলহজ্জ থেকে ১২ যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত যে কোনো সময় আদায় করা যাবে।

৫) ইতিপূর্বে হজ্জের জন্য সাঈ করে না থাকলে তাওয়াফে যিয়ারতের পরে সাফা-মারওয়ায় সাঈ করতে হবে। এটি হজ্জের ওয়াজিব।

৬) তাওয়াফে যিয়ারতের পরে মিনায় চলে যাওয়া এবং রাত্রে সেখানে অবস্থান করা সুন্নাত।

১১ যিলহজ্জ

এ দিনের বিশেষ কাজ হল তিন জামরায় পাথর নিক্ষেপ করা। দুপুরের পর প্রথমে ছোট জামরায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করে একটু সরে এসে কিবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে দু'আ করবেন। তারপর মধ্যম জামরায়ও সাতটি পাথর মেরে অনুরূপ হাত উঠিয়ে দু'আ করবেন। তারপর বড় জামরায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করে তথায় আর দেরি না করে চলে আসবেন। এ রাত্রেও মিনায় অবস্থান করা সুন্নাত।

১২ যিলহজ্জ

এ দিনও পূর্বের দিনের অনুরূপ ছোট জামরাহ থেকে শুরু করে ৭টি করে তিনটি জামরায় মোট ২১টি পাথর মারবেন। এ দিন সূর্যাস্তের পূর্বেই মিনা ত্যাগ করে হেরেম শরীফ রওয়ানা করা যেতে পারে। যদি পরদিন (১৩ যিলহজ্জের) সুবহে সাদিকের পূর্বে মীনা ত্যাগ না করেন তাহলে ঐদিন (১৩ যিলহজ্জ) অনুরূপ তিনটি জামরায় সাতটি করে মোট ২১টি পাথর নিক্ষেপ করতে হবে। এটা ওয়াজিব।

বিদায়ী তাওয়াফ

মীকাতের বাইরে বসবাসকারী লোকদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব। তাওয়াফে যিয়ারতের পরে এবং মক্কা শরীফ থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বে যে কোনো সময় এ তাওয়াফ করা যায়। তবে বিদায়ী তাওয়াফ যথাসম্ভব দেরী করে আদায় করা উত্তম।

অনেকে মনে করেন বিদায়ী তাওয়াফের পর আর হারাম শরীফে যাওয়া যায় না, এটা একটা ভুল ধারণা।

মক্কা শরীফের কয়েকটি দর্শনীয় বরকতপূর্ণ স্থান

❍ **মাওলিদুন্নবী (সা.)**- আল্লাহর রাসূলের জন্মস্থান।

❍ **জান্নাতুল মু'আল্লা (কবরস্থান)** : এখানে হযরত খাদিজা (রা.) সহ অসংখ্য সাহাবায়ে কিরাম এবং আহলে বাইতের অনেক সদস্য শায়িত আছেন।

❍ **জাবালে নূর** এর গায়ে হেরা গুহা, যেখানে কুরআনে কারীম নাযিল হয়েছে।

❍ **জাবালে সওর।** হিযরতের সময় রাসূলে পাক (সা.) তিনদিন এখানে আত্মগোপন করেছিলেন।

❍ **আরাফাহর ময়দানে জাবালে রহমত।** আদম (আ.) এর তাওবাহ কবূল হয়েছে আরাফার ময়দানে এবং জাবালে রহমতে দাঁড়িয়ে বিশ্বনবী (সা.) বিদায় হজ্জের ভাষণ দিয়েছিলেন।

❍ **মসজিদে খায়েফঃ** জামারাতের পার্শে অবস্থিত মসজিদ। বর্ণিত আছে এখানে এক হাজার নবী নামায আদায় করেছেন।

রাসূলে পাক (সা.)-এর যিয়ারত

হজ্জের আগে কিংবা পরে মানবতার মুক্তির সনদ, সৃষ্টির উসীলা, শ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর যিয়ারত করা, মসজিদে নববীতে নামায আদায় করা এবং মদীনা শরীফের দর্শনীয় বরকতময় স্থানসমূহ থেকে বরকত হাসিল করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

মনে রাখবেন, আপনি হজ্জ সম্পাদন করেছেন, এর মাধ্যমে আপনার জীবনের গুনাহ মুক্তির ঘোষণা পেয়েছেন, আল্লাহর রহমত লাভ করেছেন, এ সকল কিছু যার উসীলায় লাভ করেছেন তিনি হলেন প্রাণপ্রিয় রাসূল, রাহমাতুল লিল আলামীন, শাফিয়ে মাহশার, সাকীয়ে কাওসার, জিন্দানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)।

আরও মনে রাখবেন, আল্লাহর রাসূলের সে হাদীস যেখানে তিনি ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করল তার জন্য আমার শাফাআত করা ওয়াজিব।

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার ইন্তেকালের পর আমার যিয়ারত করবে, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার যিয়ারত করল।

অন্য হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি হজ্জ করল অথচ আমার যিয়ারত করল না, সে আমাকে কষ্ট দিল ।

আর আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া কত বড় অপরাধ, তা সহজেই অনুমেয় ।
তিনি আরো ইরশাদ করেছেন, যে আমার যিয়ারত করবে, সে কিয়ামতের দিন আমার প্রতিবেশী হয়ে থাকবে ।

এরকম আরও অনেক হাদীস রয়েছে যা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর যিয়ারত এবং তাঁর মসজিদ 'মসজিদে নববীতে' নামায পড়ার মাধ্যমে বরকত হাসিল করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমল । এক হাদীস মতে মসজিদে নববীতে এক রাকা'আত নামায মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদে ৫০,০০০ রাকাআ'ত নামাযের চেয়েও উত্তম ।

অন্য হাদীসে এসেছে রাসূলে পাক (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার মসজিদে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে এবং তন্মধ্যে এক ওয়াক্ত নামাযও

তরক করবে না, তার জন্য দুযখ থেকে মুক্তির ফয়সালা লেখা হবে।

মালিকী মাযহাবের অনেক আলিমের মতে, রাসূলে পাক (সা.)-এর যিয়ারত ওয়াজিব। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, যিয়ারত উত্তম কর্মসমূহের মধ্যে একটি এবং ওয়াজিবের নিকটবর্তী।

সুতরাং এ বিষয়গুলো মনে রেখে অত্যন্ত আদবের সাথে আল্লাহর রাসূলের শহরে প্রবেশ করবেন এবং যতদিন থাকবেন আদবের প্রতি খেয়াল রেখে এক মনে এক ধ্যানে দুরুদ ও দু'আ পাঠ করবেন। সেখানকার মানুষের সাথে নম্র ব্যবহার করবেন।
মনে রাখবেন, সেখানকার অধিবাসীরা রাসূলে পাক (সা.) এর প্রতিবেশী।

মদীনা শরীফের সীমানা প্রাচীর/প্রবেশদ্বার দৃষ্টিগোচর হলে দুরুদ শরীফ পড়ে এই দু'আটি পড়বেন-

اللهم هذا حرم نبيك، فاجعله لي وقاية من النار، وأمانا من العذاب وسوء الحساب،

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা হাযা হারামু নাবিয়্যিকা, ফাজ'আলহু লী বিক্বায়াতুম মিনান নার, ওয়া আমানাম মিনাল 'আযাব ওয়া সূ'ইল হিসাব।

শহরে প্রবেশের সময় কিংবা প্রবেশ করে আরো পড়তে পারেন-

بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله.

رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا – اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِي أبْوابَ رَحْمَتِكَ ، وارزقني في زيارة نبيك ما رزقته أولياءك وأهل طاعتك، واغفر لي وارحمني يا خير مسؤول.

বিসল্লিাহি মা-শা-আল্লাহ। লা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। রাব্বি আদখিলনী মুদখালা সিদক্বিন ওয়া আখরিজনী মুখরাজা সিদক্বনীন ওয়াজ 'আললী মিন লাদুনকা সুলতানান নাসীরা। আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিক।

মদীনা শরীফে হরম এলাকায় প্রবেশ করে পড়া উত্তম-

اللهم أن هذا هو الحرم الذي حرمته على لسان حبيبك ورسولك – صلى الله عليه وسلم – ودعاك أن تجعل فيه من الخير والبركة مثلي ما هو بحرم بيتك الحرام، فحرمني على النار، وأمني من عذابك يوم تبعث عبادك، وارزقني من بركاتك ما رزقته أولياءك وأهل طاعتك، ووفقني فيه لحسن الأدب، وفعل الخيرات، وترك المنكرات.

মসজিদে নববীতে প্রবেশ

মদীনা শরীফে পৌঁছে অন্য কোন বাজে কাজে লিপ্ত না হয়ে গোসল করে, পাক পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করে অত্যন্ত নম্রতা ও আদবের সাথে মসজিদে নববীতে গমন করবেন। এ সময় সদকা-খায়রাত করা উত্তম।

তাছাড়া মসজিদে প্রবেশের সময় নতুন করে গোনাহ-খাতার জন্য নতুন করে তাওবাহ করা উচিত, যাতে রাসূলে পাক (সা.) এর দরবারে সর্বোচ্চ-সম্ভব পবিত্র অবস্থায় হাযির হওয়া সমীচীন। সম্ভব হলে বাবে জিব্রীল দিয়ে প্রবেশ করবেন।

মসজিদে নববীর দরজায় প্রবেশের সময় পাঠ করবেন-

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِي أَبْوابَ رَحْمَتِكَ،

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু ‘আলা রাসূলিল্লাহ। আল্লাহুম্মাগফিরলী যুনূবী ওয়াফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিক।

মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে সম্ভব হলে রিয়াদুল জান্নাতে (বেহেশতের বাগান) দুই রাকাআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় করবেন। সেখানে সম্ভব না হলে মসজিদে নববীর ভেতরে যেখানেই সম্ভব পড়তে পারেন।

তারপর অত্যন্ত আদব ও বিনয়ের সাথে দুরুদ শরীফ পড়তে পড়তে সরকারে দু'আলম, তাজদারে মদীনা, শাফী'উল মুযনিবীন, রাহমাতুল লিল আলামীন, মুমীনের হৃদয়ের জ্যোতি, জগৎ সৃষ্টির উসীলা, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য অগ্রসর হবেন ।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর রওদ্বাপাকে তাঁর চেহারা মুবারক বরাবর দাঁড়িয়ে পড়বেন-

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ،

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ ،

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ ،

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ ،

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ ،

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه

উচ্চারণ: আস সালাতু ওয়াস্ সালামু ‘আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ। আস সালাতু আস সালামু ‘আলাইকা ইয়া নাবীয়্যাল্লাহ। আস সালাতু আস সালামু ‘আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ। আস সালাতু আস সালামু ‘আলাইকা ইয়া রাহমাতাল লিল-আলামীন। আস সালাতু আস সালামু ‘আলাইকা ইয়া শাফি‘আল মুযনিবীন। আস সালাতু আস সালামু ‘আলাইকা ইয়া সায়্যিদাল আম্বিয়ায়ি ওয়াল মুরসালীন ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

এরপর পড়বেন-

أَشْهَدُ أَنَّكَ بَلَّغْتَ الرِّسالَةَ، وأَدَّيْتَ الأمانَةَ، وَنَصَحْتَ الأُمَّةَ، وكشفت الغمة، وجاهدت في الله حق جهاده، وعبدت ربك حتى أتاك اليقين– السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك، وأزواجك وذريتك وأصحابك أجمعين.

السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وجميع عباد الله الصالحين جزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا ورسولا عن أمته.

أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة، وأديت الأمانة.

ونصحت الأمة.

সংক্ষেপে: আশহাদু আন্নাকা বাল্লাগতার রিসালাতা ওয়া আদ্দাইতাল আমানাতা ওয়া নাসাহতাল উম্মাতা ফাজাযাকাল্লাহু আন্না আফদ্বালা মা জাযা রাসূলান 'আন উম্মাতিহি ।

এরপর ডানদিকে এক হাত পরিমান এগিয়ে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কে সালাম দিবেন এভাবে-

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاخَلِيْفَةَ رَسُوْلِ الله ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاصَاحِبَ رَسُوْلِ الله فِي الْغَارِ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُه جَزَاكَ اللهُ عَنَّا خَيْرَ الْجَزَاءِ،

উচ্চারণ: আসসালামু 'আলাইকা ইয়া খালিফাতা রাসূলিল্লাহ, আসসালামু 'আলাইকা ইয়া সা-হিবা রাসূলিল্লাহি ফিল গার, ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ । জাযাকাল্লাহু 'আন্না খাইরাল জাযা ।

এরপর ডানদিকে একহাত পরিমান এগিয়ে হযরত উমর ফারুক (রা.) কে সালাম দিবেন এভাবে-

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ الْفُارُوْق وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه جَزَاكَ اللهُ عَنَّا خَيْرَ الْجَزَاءِ،

উচ্চারণ: আসসালামু ‘আলাইকা ইয়া আমীরাল মু’মিনীন উমর আল-ফারুক, ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। জাযাকাল্লাহু ‘আন্না খাইরাল জাযা।

সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ও সায়্যিদুনা উমর (রা.) কে উদ্দেশ্য করে নিম্নোল্লেখিত সালামও বলতে পারেন-

والسلام عليكما يا صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ويا عمر جزاكما الله تعالى عن الإسلام وأهله أفضل ما جزى وزيري نبي عن وزارته في حياته وعلى حسن خلافته إياه في أمته بعد وفاته فقد كنتما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزيري صدق في حياته وخلفتماه بالعدل والإحسان في أمته بعد

وفاته فجزاكما الله تعالى على ذلك مرافقته في جنته وإيانا معكم برحمته

উলামায়ে কিরাম আল্লাহর রাসূলের দরবারে বেশি করে কালিমায়ে শাহাদাত পড়ার প্রতি উৎসাহিত করেছেন, কারণ এর মাধ্যমে আল্লাহর রাসূলকে আপনার ঈমানের স্বাক্ষী করে নিতে পারছেন। কেননা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হচ্ছে, আল্লাহর রাসূল (সা.) রওদ্বা শরীফে জীবিত এবং প্রত্যেক যিয়ারতকারীকে তিনি পরিচয় করতে পারেন এবং তাঁদের সালামের জবাব দেন।

একটি শিক্ষনীয় ঘটনা

তাফসীরে ইবনে কাসীরে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উতুবী (রহ.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে পাক (সা.) রাওদ্বাহ শরীফে বসা ছিলাম। এমন সময় এক বেদুইন এসে পাঠ করল-

السلام عليك يا رسول الله سمعت الله تعالى يقول وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ

لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي –

অনুবাদঃ আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমি শুনেছি আল্লাহপাক বলেছেন ‘‘যদি তারা নিজেদের উপর কোন অবিচার করে ফেলে, আর আপনার কাছে আসে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, আর রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তাহলে তারা আল্লাহ পাককে তাওবাহ কবূলকারী ও ক্ষমাশীল পাবে’’।

ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার দরবারে এসেছি আমার গোনাহর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে এবং আল্লাহর কাছে আপনার সুপারিশের আশা নিয়ে।

তারপর সেই ব্যক্তি কাব্যাকারে কয়েকটি ছন্দ পাঠ করলেন-

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه

فطاب من طيبهن القاع والأكم

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه

فيه العفاف وفيه الجود والكرم

এতটুকু বলে সেই বেদুইন ব্যক্তিটি চলে গেলেন।

এই সময় আমাকে তন্দ্রায় পেয়ে গেল। আমি রাসূলে পাক (সা.) এর দীদার লাভ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে উতুবী, তুমি ঐ বেদুইন ব্যক্তির পেছনে যাও আর তাঁকে বল যে আল্লাহ পাক তাকে মাফ করে দিয়েছেন। সুবহানআল্লাহ।

বিখ্যাত এই ছন্দগুলো আজও রাসূলে পাক (সা.) এর রওদ্বাহ শরীফে খোদাই করে লেখা আছে। উপরোল্লেখিত কথাগুলোর মাধ্যমেও যে কেহ রাসূলে পাক (সা.) এর শাফায়াত কামনা করতে পারবেন।

অন্যান্য কবর যিয়ারতের সময় পড়বেন-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُم يَا أَهْلَ الْقُبُوْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ أنتم لنا سلف، ونحن لكم تبع، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُم،

উচ্চারণ: আসসালামু 'আলাইকুম ইয়া আহলাল ক্বুবূরি মিনাল মুসলিমীনা ওয়াল মুমিনীন, আনতুম লানা সালাফুন ওয় নাহনু লাকুম তাবা'উন, ইন্না ইন-শা-আল্লাহু লা-হিকুন। ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়া লাকুম। ওয়া ইয়ারহামুল্লাহু ওয়া ইয়্যাকুম।

মদীনা শরীফ থেকে চলে আসার আগে বিদায়ী যিয়ারত করে আসবেন। এ সময় কাতর মনে আল্লাহর বাড়ী এবং আল্লাহর হাবীবের বাড়ী বারবার যিয়ারতের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবেন।